গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
এনআইএস, এপিএ ও সুশাসন শাখা
www.rthd.gov.bd

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কর্ম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, তথ্য অধিকার সংক্রান্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী :

সভাপতি	:	এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সভার তারিখ	:	২৩.০৩.২০২৪
সময়	:	সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি অংশীজন সভার কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অংশীজন সভায় অংশগ্রহণের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

১.২ প্রারম্ভিক বক্তব্যে সভাপতি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় অংশীজন সভা আয়োজনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা বলেন যে, ১৯৭৪ সালের ২৫ ডিসেম্বরে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "... সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না – চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এই অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কি না সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দূর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার উর্ধ্বে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে।" মহান নেতার এই ভাষণ ও তাঁর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও তার আওতাধীন দপ্তরসমূহ প্রতি অর্থবছর শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছেন। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি সকল দপ্তরে প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাসহ দুর্নীতি প্রতিরোধে শুদ্ধাচার চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি জানান জাতির পিতার স্বপ্ন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি এবং তথ্য অধিকার বিষয়ে আজকের এই অংশীজন সভার আয়োজন করা হয়েছে। অতঃপর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি এবং তথ্য অধিকার বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন সভায় উপস্থাপন করা হয়। পাওয়ার পয়েন্ট পেজেন্টেশনের পর সভাপতি উল্লেখ করেন যে, সেবা গ্রহীতার দরজায় সেবা পৌঁছে দেয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। অবশেষে তিনি (১) সড়ক ব্যবস্থাপনা, (২) সড়ক নিরাপত্তা, (৩) ড্রাইভিং লাইসেন্স (ইস্যু/নবায়ন) ও গাড়ীর ফিটনেস, রেট্রো রিফ্লেক্টিভ নাম্বার প্লেট, (৪) বিআরটিসি বাস পরিষেবা এবং (৫) তথ্য অধিকার বিষয়ে উপস্থিত অংশীজনের মতামত ও পরামর্শ আহ্বান করেন।

২.০ <u>সভায় অংশগ্রহণকারী অংশীজনের মতামত/পরামর্শ :</u>

২.১ **জনাব আব্দুর রহিম বখত দুদু, সহ-সভাপতি খুলনা সড়ক শ্রমিক ফেডারেশন, খুলনা :** তিনি সভাকে জানান যে, পণ্য পরিবহনে যে সকল যানবাহন সড়কে চলাচল করে তারা নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে অতিরিক্ত ওজন বহন করে। ফলে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পাশাপাশি গাড়ীর টায়ারের ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত ওজন বহন করায় সড়কে দুর্ঘটনা ঘটে। এক্ষেত্রে তিনি সড়কের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট স্থানে ওয়েস্কেল বসানোসহ এই ওয়েস্কেল মেশিন পরিচালনায় যেন কোন ঘুষ লেনদেন না হয় সে বিষয়টি পরিবীক্ষণের পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি জানান বর্তমানে কৃষক তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না। আবার ভোক্তাদের অতিরিক্ত দাম দিয়ে পণ্য ক্রয় করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রান্তিক কৃষকের নিকট হতে পণ্য সংগ্রহ করে ভোক্তা পর্যায়ে বিআরটিসি ট্রাকের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ করতে পারে। এক্ষেত্রে বিআরটিস''র অচল ট্রাকগুলোকে সচল করা যেতে পারে। তিনি আরো জানান যে, বিআরটিএ হতে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন আরো দ্রুত করতে হবে। এছাড়া তিনি মহাসড়ক হতে অবৈধ হাট বাজার অপসারণ ও গাড়ী থামিয়ে সড়কে চাঁদাবাজি বন্ধের আহ্বান জানান।

২.২ **জনাব এস. এম. নজরুল ইসলাম, সভাপতি, খুলনা প্রেসক্লাব :** তিনি বলেন যে, খুলনা শিপইয়ার্ডের ৪ লেনের কাজ দীর্ঘ ১২ বছর যাবৎ চলমান আছে। কাজের গতি খুবই শ্লথ এবং কাজের মানও সন্তোষজনক নয়। এছাড়া তিনি মনে করেন যে, ডাকবাংলা-ফুলতলা, সোনাডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড-ডাকবাংলা, ফুলতলা-বেনাপোল সড়ক চার লেনে উন্নীত করা হলে খুলনাবাসী উপকৃত হবে। পাশাপাশি তিনি রূপসা থেকে ডুমুরিয়া পর্যন্ত বিআরটিসি'র টাউন সার্ভিস বাস চালু করার অনুরোধ করেন।

২.৩ **জনাব মোঃ বদরুজ্জামান বাবলু, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি, খুলনা বিভাগ :** সভাকে অবহিত করেন যে, মহাসড়কে দ্রুত গতির যানবাহনের পাশাপাশি ধীর গতির থ্রি-হুইলার চলার কারণে প্রায়শই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। এক্ষেত্রে তিনি বর্তমান সড়কগুলোর পাশে বিশেষ করে গ্রামীন জনপথে সার্ভিস লেন চালু করার পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া তিনি মালিক সমিতির নামে নির্ধারিত হারের চেয়ে অতিরিক্ত চাঁদাবাজি বন্ধের জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২.৪ **মোল্লা মুজিবর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, বাস মালিক সমিতি, খুলনা :** তিনি বলেন যে, নোয়াপাড়া ঐতিহাসিকভাবে একটি প্রাচীন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী এলাকা। ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক এই বাজারকে দুইভাগ করেছে। সড়কটি সংকীর্ণ হওয়ার কারণে ঢাকাগামী খুলনার বাস ও খুলনাগামী ঢাকার বাসকে প্রতিদিন যাতায়াতের সময় যানজটের সম্মুখিন হতে হয়। এক্ষেত্রে তিনি নোয়াপাড়া বাজারকে পাশে রেখে একটি বিকল্প সড়ক নির্মাণের আহ্বান জানান। এছাড়া তিনি বলেন যে, খুলনা ফুলবাড়ী এলাকায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। শিক্ষার্থীদের রাস্তা পারাপারের জন্য এই এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক ফুট ওভারব্রীজ নির্মাণ করা যেতে পারে।

২.৫ **জনাব রকিব উদ্দিন পান্নু, ব্যুরো প্রধান, একাত্তর টেলিভিশন, খুলনা :** তিনি জানান যে, নসিমন, করিমন, ইজিবাইক, মাহিন্দ্র ইত্যাদি ধীরগতির গাড়ীসমূহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে পরিবহন ও পণ্য পরিবহন করে আসছে। এছাড়া এসকল যানবাহনের সাথে অনেক পরিবারের জীবন জীবিকা জড়িত। এক্ষেত্রে তিনি এসকল যানবাহনের চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স দেয়া যায় কীনা সে বিষয়টি বিবেচনার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া সড়কে চলমান আইন ভঙ্গকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে জরিমানা আদায়ের আহ্বান জানান।

২.৬ **জনাব ফারুক আহমেদ, সভাপতি, খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়ন :** সভাকে অবহিত করেন যে, একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করতে হবে। ইজি বাইকে ড্রাইভারের পাশে যাত্রী বসানো নিষিদ্ধ থাকলেও অতিরিক্ত যাত্রী বসানোর কারণে অনেক সময় সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া এ যানগুলোর কোন লাইসেন্স নেই। এগুলো চালানোর জন্য পারমিট দিচ্ছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যেমন, সিটি কোর্পারেশন, পৌরসভা ইত্যাদি। এই সকল যানবাহন চলাচলের অনুমতি প্রদান করার এখতিয়ার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আছে কিনা তিনি সে বিষয়টি জানতে চান। এক্ষেত্রে তিনি বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আরও জানান যে, সাধারণত কোন গাড়ী আমদানীর ক্ষেত্রে গাড়ীর চেসিসটি বাইরে থেকে আমদানী করে দেশে বডি তৈরী করা হয়। অনেক সময় স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গাড়ীর সিট সংখ্যা না রেখে অতিরিক্ত সিট রাখা হয় বিধায় অনেক সময় সড়কে গাড়ী চালানোর সময় গাড়ীগুলো ভারসাম্যহীন হয়ে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটায়। এক্ষেত্রে তিনি বিআরটিএকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন।

২.৭ **জনাব সাইদুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, রোড সেফটি ফাউন্ডেশন, ঢাকা :** সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ অনুসরণ করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। তিনি উল্লেখ করেন সড়ক দুর্ঘটনার জন্য শুধু চালকে দায়ী করা সঠিক নয়। সড়ক দুর্ঘটনার জন্য ত্রুটিযুক্ত গাড়ী ও সড়ক ব্যবস্থাপনা অনেকাংশে দায়ী। চালকদের চাকরীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার করার জন্য তিনি সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে গ্রামীণ সড়কগুলো সরাসরি মহাসড়কের সাথে সংযুক্ত না করে রোড ডিজাইনে বিকল্প কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

২.৮ **জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক, খুলনা জেলা বাস মিনিবাস কোচ মালিক সমিতি, খুলনা :** সভাকে অবহিত করেন যে, সড়কে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে থ্রি-হুইলার চলাচলের জন্য একটি নীতিমালা করা যেতে পারে। তিনি উল্লেখ করেন যে, সড়কে চলাচলের জন্য বিআরটিসি বাসের রুট পারমিট থাকে না। এছাড়া বিআরটিসি বাস ভাড়া প্রাইভেট বাস ভাড়া হতে বেশী। বিষয়টি দেখার জন্য বিআরটিসি কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানান। তিনি বলেন যে, ভ্যান চালকরা হঠাৎ করে পার্শ্ব রাস্তা হতে মূল সড়কে উঠে পড়ে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটায়। এছাড়া তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, দেশে অনিয়ন্ত্রিত পরিবহন ব্যবস্থার কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

২.৯ **জনাব সুব্রত কুমার মাঝি, নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা শিপইয়ার্ড লি. :** সভাকে অনহিত করেন যে, সড়কে দায়িত্ব পালনরত ট্রাফিক পুলিশ মানবেতর জীবন যাপন করে। ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্বকাল কমানোর বিষয়টি বিবেচনার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ট্রাফিক বিহীন বাংলাদেশ গড়ার চেষ্টা করতে হবে। সড়কে পুলিশ গাড়ী থামিয়ে কাগজ পত্র পরীক্ষা করে। এক্ষেত্রে গাড়ীতে বার কোড ব্যবহার করলে দ্রুত গাড়ী চেক করা যাবে। এছাড়া তিনি সড়ক ও মহাসড়কে চলাচলকারী প্রতিটি যানবাহনের গতিসীমা নির্দিষ্ট করে দেয়ার অনুরোধ করেন।

২.১০ **জনাব এম এ হাসান, সাংবাদিক, দৈনিক পূর্বাচল, খুলনা :** সভাকে অবহিত করেন যে, পণ্য পরিবহনে স্থানে স্থানে চাঁদাবাজীর কারণে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। তিনি সড়কে চাঁদাবাজী বন্ধে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।

২.১১ **জনাব মাকসুদ রহমান, রির্পোটার, বাংলাদেশ প্রতিদিনি, খুলনা :** অবহিত করেন যে, বিআরটিসি আন্তঃজেলা বাসে রূপসা সেতু পার হওয়ার পর অতিরিক্ত যাত্রী বহনের জন্য বাসে টুল বসানো হয়। তদন্তপূর্বক এসব অনিয়ম বন্ধের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। তিনি বিআরটিসি'র যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

২.১২ **গাজী নজরুল ইসলাম, সভাপতি, নওয়াপাড়া বাজার কমিটি, যশোর :** সকলকে আত্ম সমালোচনার মাধ্যমে সংকট উত্তরণের আহ্বান জানান। তিনি আরও জানান যে, নওয়াপাড়ার নুরবাগ বাজার এলাকা অত্যন্ত ব্যস্ত হওয়ায় এখানে তীব্র যানজট লেগে থাকে। তিনি এই যানজটের সমাধানের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করার অনুরোধ করেন। এছাড়া নুরবাগে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা জোরদার করার আহ্বান জানান।

২.১৩ **বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক মোঃ আলমগীর কবির, কমান্ডার (অবঃ), খুলনা মহানগর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ :** সভাকে অবহিত করেন যে, খুলনার জয়বাংলা মোড় হতে শীপইয়ার্ড সড়কটি ক্যান্সারে পরিণত হয়েছে। এই সড়কটি ১ মাসের মধ্যে চলাচলের উপযোগী করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকটি অনুরোধ জানান। তিনি দেশ গড়ার কাজে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সহযোগিতার জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

২.১৪ **জনাব মাহবুবুর রহমান মুন্না, সাধারণ সম্পাদক, নিরাপদ সড়ক চাই, খুলনা মহানগর কমিটি :** জানান যে, খুলনা শীপইয়ার্ড সড়কটি মেরামত ও সংস্কার করা অত্যন্ত জরুরি। এছাড়া তিনি ময়ূর ব্রীজের কাজ দ্রুত শেষ করার অনুরোধ জানান।

২.১৫ **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা সিটি কর্পোরেশন :** ভবিষ্যতে অংশীজন সভায় থ্রি-হুইলার চালক ও মালিক সমিতির প্রতিনিধি রাখার বিষয়ে মতামত পেশ করেন। এছাড়া তিনি ফুলতলা-দৌলতপুর সড়ক এবং কেডিএ'র সড়ক প্রশস্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

২.১৬ **জনাব মোঃ রাজু মোল্যা, ম্যানেজার (অপাঃ) খুলনা বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিআরটিসি, খুলনা :** তিনি জানান সভায় উত্থাপিত বিআরটিসি সংক্রান্ত অভিযোগগুলো তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং সেবার মান বৃদ্ধি করা হবে।

২.১৭ **জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল, পুলিশ সুপার, হাইওয়ে পুলিশ, খুলনা রিজিয়ন :** সভাকে অবহিত করেন যে, নওয়াপাড়া এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনা বেশী ঘটে। এছাড়া সরকারি হিসাবের চেয়ে বাস্তবে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার অনেক বেশী। তিনি নওয়াপাড়া রাস্তার কাজ দ্রুত শেষ করার অনুরোধ করেন। তিনি সড়কে পর্যাপ্ত স্পীড লিমিট রোড সাইন এবং রোড মার্কিং দেয়ার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন সড়কে বিভিন্ন জায়গায় চাঁদা উঠানোর ফলে যানজট তৈরী হয়। এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন, সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি/শ্রমিক সমিতি, বাজার কমিটিকে তাঁদের জন্য নির্ধারিত চাঁদা অফিসে বসে উত্তোলনের অনুরোধ করেন।

২.১৮ **খন্দকার ইয়াসির আরেফীন, জেলা প্রশাসক, খুলনা :** খুলনা-ডুমুরিয়া সড়কে সার্ভিস লেন করার জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়া তিনি নিরালা রোড-লায়ন সড়কে ফুটওভারব্রীজ করার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২.১৮ **জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান, অতিরিক্ত ডিআইজি, খুলনা রেঞ্জ :** তাঁর বক্তব্যে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, সড়ক দুর্ঘটনায় যাত্রী অনেক সময় সাধারণ মানুষ আহত ও নিহত হয়। তিনি যানবাহনে মালিকদের ড্রাইভারের কাছে গাড়ী তুলে দেয়ার আগে ড্রাইভারদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে, আইন দ্বারা থ্রি-হুইলার, ইজিবাইক বন্ধ করা যাবেনা। এক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা ভাবতে হবে। এছাড়া সড়কে বিভিন্ন গতির যানবাহন চলাচল করার কারণে সড়ক দুর্ঘটনা দিনি দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সড়ক দুর্ঘটনা রোধের জন্য এক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রয়োন। তিনি আরও বলেন যে, সড়কে লাঠি হাতে মোটর শ্রমিকরা যানবাহন হতে চাঁদা আদায় করে। ফলে সড়কে অযাচিত যানজট তৈরী হয়। তিনি এই প্রবণতা বন্ধের আহ্বান জানান।

২.১৯ **জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, বিপিএম (বার) পিপিএম, পুলিশ কমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ : তিনি** বলেন যে, সরকারি কর্মচারীগণের বেতন ভাতা জনগণের ট্যাক্সের টাকায় হয়। তাই আমরা তাঁদের কাছে দায়বদ্ধ। Over Speed, Over Confidence, Over Load এসব কারণে সড়কে দুর্ঘটনা বেশী হয়। ইতিমধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, বঙ্গবন্ধু সেতুতে Artificial Inteligence চালু হয়েছে। উন্নয়ন কাজে ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন, কেডিএ'র সমন্বয় হলে শহরে যানজট অনেকাংশে কমবে।

২.২০ **সৈয়দ মঈনুল হাসান, প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর :** সভাকে অবহিত করেন যে, ডোমরা-বেনাপোল, নওয়াপাড়া সড়কে ট্রাফিক মুভমেন্ট বাড়ানোর জন্য বিকল্প চিন্তা করা হচ্ছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে এর সমাধান করার চেষ্ঠা অব্যাহত থাকবে।

২.২১ **জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন :** সভায় বলেন যে, ২০২১ সালের পর বিআরটিসি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিআরটিসি "আয় বৃদ্ধি, ব্যয় সংকোচন ও সেবার মান উন্নয়ন" শ্লোগানটি অনুসরণ করছে। তিনি জানান বিআরটিসি রোড সার্ভে করে রুট নির্ধারণ করেন। এছাড়া এই প্রতিষ্ঠান দক্ষ গাড়ী চালকের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। পূর্বে ৫ বছরেই গাড়ী নষ্ট হয়ে যেত কিন্তু এখন ২০ বছরের আগে বিআরটিসি'র কোন গাড়ী নস্ট হবে না। সারা দেশে ছাত্রদের জন্য বিআরটিসিতে হাফ ভাড়া চালু করা হয়েছে। বিআরটিসিতে পর্যাপ্ত জনবল নেই। ইতঃমধ্যে সরকারের নিকট ১৭,০০০ জনবল চাওয়া হয়েছে। পোষাক, ভাষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দুর্ঘটনা ঘটলে দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তির পাশে দাড়ানো ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

২.২২ **জনাব নুর মোহাম্মদ মজুমদার, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ :** সভাকে অবহিত করেন যে, ড্রাইভিং লাইসেন্স সহজীকরণ করা হয়েছে। ই-ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে গাড়ী চালানো যাবে। ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার জন্য পরীক্ষা দেয়ার নিমিত্তে মাত্র একদিনই বিআরটিএ অফিসে যেতে হবে। ঘরে বসেই ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া যাবে। ডোপ টেস্ট ছাড়া প্রফেশনাল লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে না। এটা সহজীকরণ করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এনআইডি জটিলতার ফলে ড্রাইভারদের ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য নির্বাচন কমিশনের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩.০ **সভাপতি** সড়কে চাঁদাবাজি ও দুর্নীতি অভিযোগে জন্য ১০৬ এবং সাধারণ অভিযোগের জন্য ৯৯৯ এ কল করার অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন, পুলিশ অভিযোগ পাওয়া মাত্রই তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। তিনি গণমাধ্যমকে দুর্ঘটনার তথ্য নিশ্চিত হয়ে প্রকাশের অনুরোধ জানান। বিআরটিএ'র ওয়েবসাইট এবং ট্রাফিক পুলিশের ওয়েবসাইটে নিয়মিত সড়ক দুর্ঘটনার তথ্য আপলোড করা হচ্ছে। এছাড়া কারো কাছে এর বাইরে সড়ক দুর্ঘটনার কোন তথ্য থাকলে কাবে প্রমাণসহ বিআরটিএ এবং পুলিশকে অবহিত করার অনুরোধ জানান। এর বাইরে সড়ক দুর্ঘটনার কোন পরিসংখ্যান গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি জানান প্রত্যেক সড়কে পর্যাপ্ত সংখ্যক সাইন সিগন্যাল স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি দুর্ঘটনার কবলে কোন গাড়ী পড়লে তা ভাংচুর না করার অনুরোধ জানান। দেশের সম্পদ নষ্ট করবেন না। প্রয়োজনে পুলিশের সহযোগিতা নিবেন। জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা এবং জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সভায় নিয়মিত এই বিষয়গুলি আলোচনা করতে হবে। রোড সাইন, রোড সেফটি আইন মেনে চলার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। পরিশেষে তিনি বলেন ব্যক্তি পর্যায়ে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা গেলেই শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

৪.০ **জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান, যুগ্মসচিব, বাজেট অনুবিভাগ এবং শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও এপিএ টিম লিডার :** অংশীজন সভাটি আয়োজনে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, খুলনা সড়ক জোন, খুলনা সড়ক বিভাগের কর্মকর্তাগণ এবং জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সড়ক পরিবহনের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজন, উপকারভোগীদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

৫.০ **অংশীজন সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :**

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	সড়কের গুণগতমান রক্ষার জন্য সড়ক, মহাসড়কে পর্যাপ্ত সংখ্যক ওয়েস্কেল স্থাপন এবং ওয়ে মেশিন যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
২.	প্রত্যেক সড়কে পর্যাপ্ত সংখ্যক সাইন সিগন্যাল স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
৩.	বিআরটিসি সংক্রান্ত অভিযোগগুলো তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সেবার মান বৃদ্ধি করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন
৪.	সড়ক দুর্ঘটনা রোধে করণীয় সম্পর্কে জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা এবং জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সভায় নিয়মিত বিষয়গুলি আলোচনা করতে হবে। রোড সাইন, রোড সেফটি আইন মেনে চলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ ২। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

০৬. অতঃপর আর কোন বিষয়/প্রশ্ন/পরামর্শ না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অংশীজন সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী)
সচিব

স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০৪৯.০৬.০১৩.২৩-৫০

তারিখ : ২৫ চৈত্র, ১৪৩০ / ০৮ এপ্রিল, ২০২৪

বিতরণ :

(ক) সরকারি সংস্থা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), বিআরটিএ সদর কার্যালয়, বনানী, ঢাকা।
৩. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি), পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।
৫. বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা।
৬. যুগ্মসচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
৭. যুগ্মসচিব, বাজেট অনুবিভাগ এবং শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও এপিএ টিম লিডার, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
৮. যুগ্মসচিব (জিওবি অধিশাখা) ও তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
৯. যুগ্মসচিব (এমআরটি অধিশাখা) ও অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি (অনিক) কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
১০. ডিআইজি, খুলনা রেঞ্জ, খুলনা।
১১. পুলিশ কমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ, খুলনা।
১২. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক জোন, খুলনা।
১৩. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, খুলনা।
১৪. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা।
১৫. পোস্টমাস্টার জেনারেল, দক্ষিণাঞ্চল, খুলনা।
১৬. পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
১৭. বন সংরক্ষক, খুলনা অঞ্চল, খুলনা।
১৮. পরিচালক, স্বাস্থ্য বিভাগ, খুলনা।
১৯. পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, খুলনা।
২০. পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, খুলনা।
২১. জেলা প্রশাসক, খুলনা।
২২. পুলিশ সুপার, খুলনা।
২৩. পুলিশ সুপার, হাইওয়ে পুলিশ, খুলনা রিজিয়ন, খুলনা।
২৪. পরিচালক, বিভাগীয় জেলা তথ্য অফিস, খুলনা।
২৫. ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, জাহানাবাদ, সেনানিবাস, খুলনা।
২৬. আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।
২৭. প্রধান প্রকৌশলী, নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. খুলনা।
২৮. পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ, খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়, বাদামতলী, শিরমোনী, খুলনা।
২৯. উপ-পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক), ১৮৯ খান জাহান আলী রোড, খুলনা।
৩০. উপ-প্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস (PID), খুলনা।
৩১. ব্যুরো প্রধান, বাংলাদেশ টেলিভিশন, খুলনা।
৩২. ম্যানেজার (অপারেশন), বিআরটিসি বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, শিরমোনী, খুলনা।

(খ) স্থানীয় সংস্থা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা।
২. চেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।
৩. চেয়ারম্যান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা, বাগেরহাট।
৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা।
৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা শিপইয়ার্ড, খুলনা।
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা ওয়াসা, খুলনা।
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওজোপাডিকো, খুলনা।
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, খুলনা।
৯. পরিচালক (প্রশাসন), মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা, বাগেরহাট।

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।
২. উপাচার্য, খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।
৩. উপাচার্য, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চৌগাছা-চুড়ামনকাঠি রোড, আমবটতলা, যশোর।
৪. উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
৫. উপাচার্য, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আড়ংঘাটা খুলনা।
৬. উপাচার্য, শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।
৭. অধ্যক্ষ, খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা।
৮. অধ্যক্ষ, সরকারি বিএল কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা।
৯. অধ্যক্ষ, খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ, বয়রা, খুলনা।
১০. অধ্যক্ষ, জাহানাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ক্যান্টনমেন্ট, গিলাতোলা, খুলনা।
১১. অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, গোয়ালখালী, খুলনা।

(ঘ) পরিবহন সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. পরিচালক, এ্যাক্সিডেন্ট রিসার্স ইন্সটিটিউট (এআরআই), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা।
২. বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক মোঃ আলমগীর কবির, সাবেক কমান্ডার, খুলনা মহানগর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।
৩. বীর মুক্তিযোদ্ধা সরদার মাহাবুবার রহমান, সাবেক কমান্ডার, খুলনা জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।
৪. সভাপতি, খুলনা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, খুলনা।
৫. নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক, ব্র্যাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা।
৬. মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, রমনা, ঢাকা।
৭. প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ট্যাংক লরী অনার্স এসোসিয়েশন, শরীফ ম্যানসন (৫ম তলা), ৫৬-৫৭ মতিঝিল, ঢাকা।
৮. সভাপতি, ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন, বাড়ী-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।
৯. নির্বাহী পরিচালক, রোড সেফটি ফাউন্ডেশন, ৬৩/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা।
১০. সমন্বয়ক রোড সেফটি অ্যালায়েন্স, বাংলাদেশ, সাগুফতা মোড়, বাড়ি-৬৬/৩, ব্লক-ডি, এভিনিউ-২, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
১১. চেয়ারম্যান, ইভেনচুয়ালী বাংলাদেশ সোসাইটি (সড়ক নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক সংশ্লিষ্ট), রোড-২১, বাড়ী নং-বি/১৩০ (৩য় ফ্লোর), নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা।
১২. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা।
১৩. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৪. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, প্রেসক্লাব, খুলনা।
১৫. সভাপতি, সাংবাদিক ইউনিয়ন, খুলনা।
১৬. এডমিন, বিডি সাইক্লিস্ট, ৭২/২ নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা।
১৭. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, নিরাপদ সড়ক চাই, খুলনা মহানগর শাখা, খুলনা।
১৮. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাস মালিক সমিতি, খুলনা।
১৯. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, মিনিবাস মালিক সমিতি, খুলনা।
২০. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ট্রাক মালিক সমিতি, খুলনা।
২১. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, খুলনা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন, খুলনা।
২২. সভাপতি, নওয়াপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি, গোল্ডেন টাওয়ার, অভয়নগর, নওয়াপাড়া, যশোর।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য) (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

২। একান্ত সচিব, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রনালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
৩। একান্ত সচিব, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ [সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
৪। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

অনুলিপি (কার্যার্থে):

১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েব সাইটের শুদ্ধাচার সেবাবক্সে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৮/৪/২৪

(মুহাম্মদ কামরুল হাসান)
উপসচিব
ফোন : ২২৩৩৫৫৫২৮